28/8/2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৩......

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১০ মে শুরু হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকরা উদ্বেগে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে আগামী ১০মে থেকে দেশে ৫ লাখ ৬১ হাজার ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। হরতালের ফাঁদে পড়ে স্কুল পর্যায়ে প্রথম সাময়িক এবং কলেজ পর্যায়ে প্রথমবর্ষ ফাইনালের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী হাবুডুবু খাচ্ছে। ২২ এপ্রিল থেকে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু করে ৭ মের মধ্যে শেষ করার কথা। অন্যদিকে জুনের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন করে জুলাই থেকে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। একের পর এক হরতালে এ সব পরীক্ষাসহ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এক প্রকার অচল হয়ে পড়েছে।

পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসি নিয়ে দেশজুড়ে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুরু হয়েছে। আগামী ১০ মে থেকে ৩০ কর্মদিবসে এইচএসসির থিওরি পরীক্ষা শেষ হবে। ৯ জুনের আগে হরতাল ঘোষণার অর্থ হবে পরীক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেয়া।

চারদলীয় ঐক্যজোট পরীক্ষা চলাকালীন হরতাল
কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলছে না। তবে চা
লিয়াজোঁ কমিটির এক নেতা নাম প্রকাশ না করার
বলেন, পরীক্ষা চলাকালে হরতাল না দেয়ার
লিয়াজোঁ কমিটি বিবেচনা করবে। বিশেষ করে শুরু
পরীক্ষার দিনসমূহে হরতাল না ঘোষণার আভাস
গেছে।

নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ
অধিদফতর পঞ্চাশ সদস্যের 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ফোর্স'
ভিজিল্যান্স টিম গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সৎ,
ও পেশাগত জীবনে সুনাম আছে এমন ৫০ শিক্ষককে
করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডি
মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষা মন্ত্রণা
মনিটরিং সেলের সঙ্গে র‍্যাপিড এ্যাকশন ফোর্স
থাকবে। বারো ঘণ্টার নোটিসে এই ফোর্সের সদ
দেশের যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে প্রস্তুত থাকবে।
তাৎক্ষণিক নকলপ্রবণ ও বিশৃঙ্খল যে কোন কেন্দ্র বাতি

(২-পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক

(১২-এর পাতার পর)

প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

নকল ও সহিংসতা এড়াতে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড এসএ
মতো এইচএসসিতেও ব্যাপক মোটিভেশন কর্মসূচী
করতে যাচ্ছে। এ সব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ন
বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পত্রপত্রিকা ও রে
টিভিতে বিজ্ঞাপন, পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, মতবি
প্রভৃতি। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর
হামিদ জনকণ্ঠকে বলেন, নকল প্রতিরোধে মোটি
কর্মসূচীসহ বিভিন্ন পদক্ষেপে সুফল পাওয়া যাবে বলে
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

এদিকে নকল প্রতিরোধে অন্যতম ও পরীক্ষিত প
আসন বিনিময় ব্যবস্থা সর্বত্র কার্যকর করার পদক্ষেপ
হচ্ছে। গত পরীক্ষায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে
বিনিময় কার্যকর করা হয়। এ বছর উপজেলা পর্যায়ে
বিনিময় কার্যকরের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশ
পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাজহারুল
জনকণ্ঠকে বলেন, সারা দেশে আসন বিনিময় নিশ্চি
গেলে নকলের প্রকোপ বহুলাংশে কমে যাবে। তিনি
তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এক কলেজের
অন্য কলেজে পরীক্ষা দিলে তার মনোবল থিতিয়ে
শিক্ষক স্বজনপ্রীতির সুযোগ পান না এবং স্থানীয় প্রভা
করে না।

এ বছর সাতটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সারা দেশে
এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৫ লাখ ৬১ হাজার ১শ' ১৪
মধ্যে ঢাকা বোর্ড থেকে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫শ
রাজশাহী বোর্ড থেকে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪শ' ৪১,
বোর্ড থেকে ৬৯ হাজার ২শ' ৩৫, যশোর বোর্ড থে
হাজার ৪শ' ৫৮, চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে ৪৫ হাজার ২শ
বরিশাল বোর্ড থেকে ৩৪ হাজার ৮৫ এবং সিলেট